ঢেঁড়শ চাষ

সমস্যার সমাধান নিয়ে লাভবান হয়েছেন মনির হোসেন

ঢেরশ চাষ করতে গিয়ে ঢেরশ ক্ষেতে পোকার আক্রমণ সমস্যায় পড়েন মনির হোসেন। লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার দোলাপাড়া গ্রামের মনির হোসেন বাড়ির পাশের চার শতক পতিত জমি ঢেরশ চাষে ব্যবহার করেন। চলতি বছরের বৈশাখ মাসে হাইব্রীড জাতের ঢেরশ বীজ বপন করেন এবং গজানোর হারও ভাল হয়। পরিবারের সদস্যরা অবসর সময়ে এই ক্ষেতের দেখভাল করেন কিন্তু হঠাৎ করে পোকা আক্রমণের

সমস্যায় পড়লে মনির হোসেন নিজ গ্রামের আমজাদ হোসেনের পরামর্শ নেন, তিনি জানতেন আমজাদ জ্ঞানের হাট এর কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আর টি ই এবং সে গ্রামের বিভিন্ন কৃষককে পরামর্শ সেবা দিয়ে আসছে এবং কৃষকরাও লাভবান হচ্ছেন। আর টি ই আমজাদ ঢেরশ ক্ষেত পরিদর্শণ করে কীট নাশক স্প্রে করার পরামর্শ দেন, কৃষক মনির হোসেন আমজাদের সহযোগীতায় কীটনাশক ক্রয় করে স্প্রে করে নেন দশ দিন পরপর দুই বার, এতে করে অধিকাংশ পোকার আক্রমণ দূর হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ফলণ শুরু হয়, আর টি ই'র পরামর্শ অনুযায়ী ক্ষেতে নিড়ানি, সেচ, সার প্রয়োগ ইত্যাদি করে থাকেন। ক্ষেতের চেহারা ভাল হওয়ায় একই গ্রামের ৪/৫ জন কৃষক বাড়ীর আঙ্গিনায় ঢেরশ চাষে উদ্বুদ্ধ হয় এবং মনিরের সহযোগীতায় ভাল বীজ সংগ্রহ ও চাষ করেন। তিন মাসের এই আবাদের জন্য বীজ, রাসায়নিক সার, গোবর সার, বেড়া, লেবারসহ মোট ব্যয় হয় ৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) টাকা। এই মৌসুমে বাড়ীর চাহিদা পুরণ করতে লেগেছে প্রায় ৪০ (চল্লিশ) কেজি, বিক্রি করেছে ৪০ (চল্লিশ) কেজি, পাড়া পড়শীদের বিতরণ করেছে ২০ কেজির মত এবং এখনো ১০/১২ কেজির মত ক্ষেতে রয়েছে। ঢেরশের চেহারা ভালো তাই বীজ সংগ্রহ করার ইচ্ছা থাকলেও হাইব্রীড বীজের কারণে তা পারছেন না, তবে পরবর্তী মৌসুমে বীজ রাখা যায় এমন দেশী জাতীয় ঢেরশ বীজ বপন করবেন মনির। ঢেরশ চাষ করতে হলে কেমন ভাবে জমি প্রস্তুত করতে হয়, কি পরিমাণ রাসায়নিক সার, গোবর সার, কীট নাশক এবং কেমন পরিচর্যা করতে হয় তা ভালোভাবে জেনেছেন মনির হোসেন। পরবর্তীতে অন্যান্য কৃষকদের পরামর্শ দিতে পারবেন বলে তিনি জানান।

পরবর্তী পরিকল্পনা হিসেবে তিনি বলেন, বর্তমানে ঢেরশ শেষ পর্যায়ে, ইতি মধ্যে তিনি লাল শাক, পাট শাক, মুলা শাক উৎপাদনের জন্য পৃস্তুতি নিয়েছেন। মনির বলেন এই সামান্য জমিটুকু শুধুমাত্র সারা বছর সব্জি চাষের জন্য ব্যবহার করনে, বাড়ীর চাহিদা মেটানোর পাশাপাশী বাজারে বিক্রি করবেন। পতিত জমি ব্যবহার করে সারাবছর পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পুরণ ও বাড়তি আয় করার জন্য অন্যন্য কৃষকদের প্রতি তার পরামর্শ।

==

আর আই আকরাম, সিনিয়র নলেজ অফিসার (ট্রেনিং), প্রাকটিক্যাল এ্যানসার্স, রংপুর।